আগমনী

মা, তোমার পুজো হবে

প্রব্রাজিকা সত্যময়প্রাণা

মা, আবার নীল আকাশে সোনা-রোদ্দুর। তাকিয়ে দেখি প্রকৃতিতে আজ সবই নতুন। সেই কবেকার সূর্যদেব, অথচ দেখে মনে হচ্ছে আজই প্রথম পুবদিক আলো করল; বহু পুরনো চন্দ্রদেব এমন মধুর হাসি হেসে দশদিক ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অনুভব হচ্ছে যেন তোমার গাত্রবর্ণের স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়েছে দেহে-মনে-প্রকৃতিতে। চারদিক সবুজ, সতেজ। গাছে গাছে পাখি, গলায় তাদের কত অজানা রাগের সংগীত। খণ্ড খণ্ড মেঘ নীল আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে—বিচিত্র তাদের আকৃতি। কখনও মনে হচ্ছে সাদা ময়ূরের পিঠে চেপে কার্তিক-গণেশ ছোট্ট দুভাই উড়ে চলেছে নিরুদ্দেশের পথে, কখনও দেখছি তোমার বাহনটি কেশর ফুলিয়ে ছুটে চলেছে আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে, আবার কখনও পড়ন্ত বিকেলের সোনালি আভায় চোখে ধরা দিচ্ছে অসুরের চুলের মুঠিধরা-হাতে তোমার স্পষ্ট অবয়ব। রাতের আকাশে তারাগুলো সংখ্যায় যেন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে—তারাও তোমার আগমনের সংকেত পেয়েছে বোধ হয়। দেখতে দেখতে দৃষ্টি নেমে এল নিচে। দেখি সাদা ধবধবে কতকগুলো শিউলি ঝরে পড়েছে মাটিতে। মনে পড়ে গেল কবিগুরুর পঙ্‌ক্তি কটি—''শিউলি তলার পাশে পাশে ঝরা ফুলের রাশে রাশে/ অরুণরাঙা চরণ ফেলে নয়নভুলানো এলে।'' গঙ্গার ধারে স্থলপদ্মের ডালে ডালে কুঁড়ি। দেখতে দেখতে মন চলে গেছে কৈলাসে তোমার ভবনে। দৃষ্টিপথে এই মুহূর্তে মা ভবানীর ঘর-গেরস্থালি। সব স্থানটুকুই পরিচ্ছন্ন আর শান্তিমগ্ন। কথায় বলে গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। গৃহিণীই গৃহ। তোমার হিমভবনটি দেখে নতুন করে অর্থটি হৃদয়ঙ্গম হয়।

বরফঢাকা ভবনটি সূর্যদেবের উপস্থিতিতে একটু বেশিরকমই আলোকোজ্জ্বল যেন। তোমার হাতের নিপুণ সেবায়, তোমার নিঃশব্দ চরণপাতে গৃহের সর্বত্র মঙ্গল, আনন্দসাগরের বান। সারাদিনের ক্লান্তি তোমাকে কখনও স্পর্শ করে না। দেবাদিদেবও সর্বদাই প্রসন্নচিত্ত। দেখছি সুখাসনে প্রসন্নবদনে তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন। সংসারে সকলের কল্যাণকর সব আবদার মিটিয়ে দুদণ্ড এসে বসেছ মহাদেবের সামনের আসনটিতে। জানতে চাইছ তাঁর কাছে—কোন দেবতার স্তব করলে তাঁর প্রসাদে সর্বসিদ্ধি লাভ করা যায়, কার ধ্যান ও কবচ পাঠ করলে আশু সিদ্ধেশ্বর হতে পারা যায়, কোন দেবতার সাধনা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?—তোমার মধুর

কণ্ঠের প্রশ্নগুলি শুনে শংকর উত্তর দিচ্ছেন—

''ত্বমেব জগতাং মাতা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
তৎসমা দেবতা নাস্তি ত্বমেব প্রকৃতিঃ পরা॥''

—হে দেবী, তুমিই জগতের মাতা, তুমিই সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের একমাত্র কারণ। তুমিই পরমা প্রকৃতি, তোমার সমান দেবতা আর নেই।

তোমার প্রসন্ন আঁখিপাত আর মুখের সলজ্জ হাসি লক্ষ করে উৎসাহী মহেশ্বর বলে চলেছেন,

''তবৈবারাধনং দেবি আরাধনোত্তমং পরং।
ত্বং হি সিদ্ধীশ্বরী দেবি সর্বসিদ্ধের্হি কারণম্॥''

—একমাত্র তোমার আরাধনাই প্রকৃত আরাধনা বলে পরিগণিত, তুমিই সিদ্ধির ঈশ্বরী এবং তুমিই সর্বসিদ্ধির একমাত্র কারণ।

জননী, এমন কথা শুনে কে আর তোমাকে না ডেকে স্থির থাকতে পারে? তোমার অলক্তরঞ্জিত দুটি চরণে অটুট ভক্তি নিবেদন করে শুক্লা তিথির দেবীপক্ষে তোমায় আসতে আহ্বান জানাচ্ছি। বেশিদিন নয়, ষষ্ঠী সন্ধ্যা থেকে নবমী—মাত্র তিন-সাড়ে তিন দিনের জন্য একটি বার এসো মা।

হে দেবী, আমরা মাটি দিয়ে তোমার মূর্তি গড়ব। সেই মূর্তির প্রতিটি অঙ্গই, তুমি যাঁদের কৃপা করে ধ্যানে দর্শন দিয়েছ তাঁদের সংকেত অনুযায়ী গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন শিল্পী। এসব দেখে সাধক হয়তো গাইবেন, ''মাটির মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।/ মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥''—মা, জানি তুমি খড়-বিচালি নও—তুমি আদ্যাশক্তি মহামায়া। তাই সবাহন, সপরিবার সেই অপরূপ মূর্তি যখন রূপলাভ করে ঘরে-ঘরে মণ্ডপে-মণ্ডপে আসন গ্রহণ করবে, তখন তোমার মূর্তির বক্ষঃস্থলে দূর্বাক্ষত স্পর্শ করে বৈদিক-পৌরাণিক মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন পূজারি। যদিও জানি সর্বত্রই একমাত্র তুমিই বিরাজ কর, তবু বিশেষ এই মূর্তিতে তোমার সত্তাকে বিশেষভাবে আবাহন করে তোমার অস্তিত্বের প্রতি আমরা সমনস্ক হব। এই কদিন দিবারাত্র তোমার অপরূপ মূর্তি দেখে আমাদের চোখের আশ মেটাব। আমাদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করবেন তোমার ঠিক পিছনে চালচিত্রে অবস্থানকারী দেবাদিদেবও।

মা, এই চলমান জগতে সব সম্পর্কই যেখানে ক্ষয়িষ্ণু, আজ ভাঙছে তো কাল গড়ছে, আবারও ভাঙছে আবার তা নতুন রূপ লাভ করছে, সেখানে তোমার সঙ্গে সম্পর্কে কোথাও কোনও তারতম্য নেই। সকলের সঙ্গেই তোমার সম্পর্ক চির অমলিন, চির নিবিড়। তাই আমরা যাকে পিঁপড়ে বলে ভুল করি তুমি তার মধ্যে দেখ প্রভুর সেই চোখ, সেই মুখ। কারণ তোমার একটাই পরিচয়—তুমি মা। জগতে মাতৃভাব বিকাশের জন্যই তোমার আসা। তুমি নিত্য বর্তমান। তবু বিশেষ দিনে, বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ রূপে নতুন আশা নতুন আনন্দ দিতে ধরা দাও বছর বছর। এসবই আমাদের আনন্দে রাখার জন্য তোমারই ব্যবস্থা গো জননী।

মা, দরজায় মঙ্গলকলস ও কলাগাছ রাখব। তুমি তোমার দশপ্রহরণ—জ্ঞান, ক্ষমা, পবিত্রতা, ধৃতি, লজ্জা, তুষ্টি, ত্যাগ, সেবা, শান্তি ও মাতৃত্ব নিয়ে আমাদের সব ত্রুটি ক্ষমা করে মুখে প্রশ্রয়ের হাসিটি মেখে এসে সামনে দাঁড়াবে। আমরাও পরম নিশ্চিন্ত হব তোমার সানন্দ উপস্থিতির কথা তোমার নিজের মুখে শুনে—''সব ফিটফাট... সেজেগুজে মা দুর্গাঠাকরুন এলুম।''

মা, তোমার দয়ার কথা ভাবলে চোখ নিমেষে আর্দ্র হয়ে আসে—যখন শুনি তুমি বলছ, ''আমি কখনও দয়ায় আত্মহারা হয়ে যাই, ভুলে যাই যে আমি কে?'' সে-দয়ার কত যে প্রমাণ পাই প্রতি মুহূর্তে তা কটা আর বলব? তোমার কাছে কেউই ত্যাজ্য নয়। তাই তো তোমার স্নানের জন্য লাগে উইপোকার মাটি, লাগে পতিতালয়ের মাটি। সারা বছর তুমি শুধু নির্বিচারে আমাদের দিয়েই যাও; দেখিয়ে যাও আদর্শ জীবন। অথচ ভক্তিহীন ও

নীরস চিন্তার অধীনে কত অকার্য সাধন করি দিবারাত্র, তবু আমাদের প্রতি তোমার কোনও বিরক্তি, কোনও অভিযোগ নেই। তুমি শুধু সন্তানকে স্নেহডোরে বেঁধেই তৃপ্ত, অন্য কোনও সুখ-সম্পদের প্রত্যাশী তোমাকে আমরা কেউ কখনও দেখিনি। হৃদয়ঙ্গম হয়, নিখিল জননীর মধ্যে তোমার এই নিঃস্বার্থ কোমল মূর্তিটি দেখেই শাস্ত্র নির্দেশ করেছেন 'মাতৃদেবো ভব'।

মা, আসনশুদ্ধি করে স্থির হয়ে বসে একমনে তোমাকে ডাকব। শাস্ত্র মাটির মূর্তিতে আর বেলগাছে তোমাকে আবাহন করতে বলেছেন। শাস্ত্রের নির্দেশে তা তো আমরা করবই। তার আগে তুমি আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হও মা। নিভৃত হৃদয়কন্দর থেকে তোমাকে তোমার প্রতিমায় আমরা স্থাপিত করব—বুকে হাত রেখে বলব ''শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ, শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি, শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রত্বক্ঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহাঃ।''

আসনে স্থিরচিত্ত হয়ে তোমার স্মিতহাস্য মুখটিতে মনকে একাগ্র করব। সন্তানের আশু মুক্তির আনন্দে তোমার মুখটি উদ্ভাসিত। ঘুড়ি যে লক্ষের মধ্যে দুটো একটা কাটে! তারপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করব অসুরের বলিষ্ঠ কাঁধে রাখা তোমার রাঙা চরণটিতে। তোমার ত্রিশূলের আঘাতে ভাগ্যবানের প্রাণটি আর একটু পরেই নির্গত হয়ে মিলিয়ে যাবে ওই আলতাপরা নূপুর অলংকৃত চরণদুটিতে। সংশয়ী মন জানতে চায়, কে দেখতে পায় এমনটি? উত্তর পাই—যে প্রতীক্ষা করে।

সব জেনে শুনেও সত্যদর্শন হয় না। তবুও মন প্রতীক্ষা করে। কারণ তোমাকে বলতে শুনেছি যে, ''আমি ছাড়া মা আর কেউ আছে নাকি?'' যখনই মনে সংশয় দেখা দিয়েছে—তোমার পেটে হইনি বলে কি আমরা তোমার সন্তান নই?—তখনই তোমার প্রতিবাদী স্বর শুনেছি : ''আমার পেটে হওনি? তবে কার ছেলেমেয়ে?... সব মায়ের মধ্যেই আমি রয়েছি।''

সব সংশয়ের নিরসন।

জননী, তাই তো তুমি সন্তানের ডাক কখনই উপেক্ষা করতে পার না। তাই তো যখন দেখো ব্যাকুল সন্তান পুজোর দালানে তোমার প্রতীক্ষায় আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে চোখের জলে আত্মহারা, অপ্রকৃতিস্থ, তখন অসুস্থ শরীরেও গভীর রাতে সবার অগোচরে সিংহদরজা দিয়ে নয়, খিড়কির দরজায় এসে ডাক দাও 'আমি এসেছি' বলে। সে-ডাকে সন্তানের ব্যাকুল হৃদয় মুহূর্তে আলোড়িত হয়, আলোকিত হয়।—''ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে!''

মা, কানে ভেসে আসছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠ—''আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর...।'' শুনছি সমবেত কণ্ঠে—''রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।''

আমরাও হাত জোড় করে নতমস্তকে তোমাকে ডাকছি : একটি বার এসো মা। প্রাণভরে তোমার পুজো করে, মন্ত্র বলে পুষ্প-বিল্বপত্রাঞ্জলি অর্পণ করে, তোমার পায়ে মাথা রেখে প্রার্থনা জানাব—মা, সকলে যেন দুটি অন্ন, পরনের বস্ত্র, অসুখ-বিসুখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাটুকু পায়। আমরা সত্য-ন্যায়-নীতিকে ধরে থেকে যেন 'মা' বলে ডাকবার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারি। আমাদের অবিদ্যা দূর করো। বন্ধ করো স্বার্থ-হানাহানি, হিংসা-দলাদলি। সব মলিনতা, সব কাপুরুষতা, সব দ্বন্দ্ব মুছে দিয়ে আশ্বিনের শারদপ্রাতে দেখা দিক আলোকোজ্জ্বল নতুন সূর্য, নতুন প্রভাত।

মা, ওপরে আশীর্বাদবর্ষণকারী তোমার কঙ্কনপরা শ্রীহস্ত, নিচে তোমার অভয়চরণ—এ-দুইয়ের মাঝে আমরা সব ভুলে তোমাময় হব। তুমি এসো মা।